বাড়ছে উত্তেজনা, পাকিস্তানকে অস্ত্রবাহী ড্রোন দিচ্ছে চীন

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। এরইমধ্যে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। আর তার নেপথ্য বেইজিং।

ইসলামাবাদকে চারটি অস্ত্রবাহী ড্রোন দিচ্ছে চীন। বলা হচ্ছে, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর ও গোদার বন্দরে নজর রাখতে এই ড্রোনগুলো ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য দেখছে বিশেষজ্ঞ মহল।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, গোদার বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চীনা নৌবাহিনী। এদিকে বেইজিংকে পাল্টা চাপে রাখতে প্রস্তুত ভারতও। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অত্যাধুনিক ড্রোন কিনতে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ফলে উপমহাদেশীয় অঞ্চলে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বাড়ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, বেইজিং পাকিস্তান সেনার হাতে দুটি ড্রোন সিস্টেম তুলে দিচ্ছে। প্রতিটিতে দুটি ড্রোন ও একটি করে গ্রাউন্ড স্টেশন আছে। ড্রোনগুলো উইং লুং টু- এর অত্যাধুনিক রূপ। পাকিস্তানের সেনার ব্যবহারের জন্য এই ড্রোন তৈরি করা হচ্ছে।

উইং লুং টু আদপে অস্ত্রবাহী ড্রোন, যা একসঙ্েগো ১২টি ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারে। পাশাপাশি অনেক উঁচু থেকে নজরদারি চালাতেও ওস্তাদ উইং লুং টু। এশিয়ার বহু দেশে এই ড্রোন বিক্রি করেছে বেইজিং।

এবার সেই তালিকায় পাকিস্তানের নাম জুড়তে চলেছে। ভারত-চীন উত্তেজনার মাঝেই পাকিস্তানের হাতে এই অস্ত্র আসায় কিছুটা হলেও চিন্তিত ভারত।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে বেলগাছি গ্রামে ইমাদুল নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন।

গতকাল রবিবার দুপুরে গ্রামের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

নিহত ইমাদুল বেলগাছি গ্রামের সাহজাহানের ছেলে। তিনি বেলগাছি গ্রামের নুহু নবীর পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতেন।

জানা গেছে, ইমাদুল প্রতিদিনের ন্যায় তার কর্মস্থান পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান। এ সময় বিদ্যুতের সুইসবোর্ডের প্লাগে একটি তার ঢোকাতে গেলে পুরো ফার্মে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। তার শরীরও বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পরে পোল্ট্রি ফার্মের মেইন সুইস বন্ধ করে নিহত ইমাদুলকে উদ্ধার করা হয়। ইমাদুলের দুইটি সন্তান রয়েছে। পরিবারে একমাত্র কর্মক্ষম ইমাদুলের অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও দুইটি সন্তান অসহায় হয়ে

আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন বাবা।

কুষ্টিয়ায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে খালু আটক

কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং কদমতলা এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল্লাহ (৩৫) কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় হাউজিং কদমতলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া আব্দুল্লাহ বাড়ি মাগুরায়। সে কুষ্টিয়া হাউজিং কদমতলায় ভাড়া থাকতো।

অভিযোগকারী প্রতিবেদককে জানান শিশুটির সম্পর্কে সে খালু হয়। সে এমন ধরণের কাজ করবে আমরা তা কখন ভাবেনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, রবিবার বিকেলে হাউজিং কদমতলা ওই শিশুটি বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলাধুলা করার সময় খাবার জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আব্দুল্লাহ শিশুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মাতাকে জানালে তারা আমাদেরকে খবর দিলে, আমরা আব্দুল্লাহ কে আটক করতে সক্ষম হই।

এ বিষয় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুর পৌর সড়কে গরু, বেওয়ারিশ না ওয়ারিশ?

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন সড়কে গৃহপালিত গরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ পৌরবাসী। দিনের বেলায় দুই একটা চোখে পড়লেও রাত হলেই বেড়ে যায় এদের আনাগোনা। এতে পথচারী সহ চলাচলে পৌরবাসিরা পড়ছেন বিড়ম্বনায়।

গরুর অবাধ বিচরণে শহরের রাস্তা গুলো হচ্ছে নোংরা। মেহেরপুর শহরের অলিগলি ও প্রধান সড়কে ঘরে দেখা যায় প্রায় ৫০টির মত গরু গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা ময়লা আবর্জনা গুলোর মধ্যে খাবারের সন্ধানে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পৌরসভার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিলেও কার্যকর করা হয়নি।

মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড়ের দোকানদার কামরুল হাসান জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা গুলো গুছিয়ে রাখি। রাত হলেই সেগুলোকে কয়েকটা গরু এসে ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

চা দোকানি সবুজ বলেন, প্রধান সড়কে অবাধে কয়েকটি গরু প্রতিনিয়ত চলাফেরা করে। এতে যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

বড় বাজার ব্যবসায়ী হিরক বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমাদের পাশের একটি নর্দমাতে একটি গাভী পড়ে যায়। গরুর মালিকের কোন খোঁজ না পেয়ে ফায়ার সর্ভিসকে খবর দিই। তারা আসতে না চাইলে আমরা স্থানীয় কয়েকজন ঘন্টা খানেক চেষ্টার পর গরুটি উদ্ধার করি। আর কিছুক্ষণ নর্দমায় থাকলে হয়তো মারা যেত। পরে সন্ধ্যার দিকে মালিক এসে গাভী নিয়ে গেলো।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের দেহরক্ষী লিখন জানান, মেহেরপুর শহরে প্রতিনিয়ত প্রায় ৫০-৬০ গরু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে ভীষণ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আমরা বেশ কয়েকবার কয়েকটি গরু ধরে আকটে রেখেছিলাম। তিন চার দিন পর মালিকের খোঁজ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদেরকেই খাবার দিতে হয়েছে। মালিকদের কড়া ভাবে বলেও কোন লাভ হয়নি।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শহরে যেসব গরু

গুলো ঘুরে বেড়ায় এই গরু গুলোকে বেশ কয়েকবার আমরা আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বারবার বলা পরেও তারা মানছে না। দুই একদিন ঠিক থাকলেও পরে আবার তারা রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

আমরা ইতোমধ্যে গরুর বিষয়ে মাইকিং করেছি। যদি এরপরও না হয় তবে আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে খোয়াড়ের ব্যবস্থা করবো। যাতে গরু আটকের পর জরিমানা দিয়ে মালিককে ছাড়াতে হয়। পৌরসভাকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতেই আমরা এই পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করবো।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের করোনা প্রচারণা অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করেছে।

রবিবার বিকেল ৪ টার সময় ইন্সপেক্টর একরামুল এর র্নিদেশনায় হোটেল বাজার সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয় ।

এ সময় ইন্সপেক্টর একরামুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় যে সকল পথচারী, ইজিবাইক ও রিকশা গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছে কি না সেই দিকে আমরা লক্ষ রাখছি ও কেউ যেনো মাস্ক ছাড়া বাইরে না আসে, তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল, এটিএস মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেস মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ে মেস মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ।

রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্য এই আহ্বান জানান।

ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে মেসে অবস্থানকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী বর্তমানে তাদের নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ মহামারী মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্রতিদিন মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলছে। দেশের সমগ্র জনগণের মাঝে ভিতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েক মাসের ভাড়া বকেয়া পড়েছে যা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।’
এ অবস্থায় ভাড়া পরিশোধে শিক্ষার্থীদের উপর চাপ না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন উপাচার্য।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভাস্কো-দা-গামা থেকে মুজিবনগর —মাসুম উল হক মিন্টু

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিস্কার করার পর ফরাশি ও ইউরোপীয় বণিকদের এই

এবং১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা অর্জন ছিল আমাদের পরাধীনতা থেকে মুক্তি।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়লাভের পর গদিতে বসতে না দেওয়ায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষনের মধ্যে দিয়ে ববঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনা ছিল বাঙ্গালি জাতির পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন।

২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ । এবার সরকার গঠনের পালা
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর সাবডিবিশনে সিমান্তবতি গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশর স্বাধীনতার ঘোষনার আদেশ জারি করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল এই প্রবাসি সরকার সফত গ্রহন করেন যা মুজিবনগর সরকার নামে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়। দীর্ঘ নয়মাস মহান মুক্তিযুদ্ধেরর মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মেহেরপুরের মুজিবনগর হয়ে ওঠে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতার সূতিকাগার ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিকদের তৃর্থস্থান মুজিবনগর বর্তমানে বাংলাদেশেরর অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

লেখক: কলেজ শিক্ষক ও সাবেক প্রিন্সিপাল (ইন চার্জ), টি জে ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।